জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

২০২০-২১ বাজেট প্রতিক্রিয়া

সিগারেটের দাম বাড়লেও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথেষ্ট নয়

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলেও তা তামাক পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার মতো নয় বলে মনে করছে তামাকবিরোধীরা। তারা বলছে, করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে তামাকপণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে এ বাজেটে কার্যকর কর ও মূল্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাব তারা করেছিলেন, তা উপেক্ষা করা হয়েছে।

তবে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তামাকজাত বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, তামাক ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বাড়াতেই এই পদক্ষেপ। বাজেটে আগের মতোই সিগারেটে চারটি স্তর রেখে একটি স্তর ছাড়া বাকি তিনটি স্তরে দাম বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।... বিস্তারিত

মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মিয়ানমারে সচিবের অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের যেকোনো ধরনের মিটিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। শুধু তাই নয়, কোনো ধরনের মিটিং হলেও তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে এ আচরণ বিধি কার্যকর করায় মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানিয়েছে তামাক ... বিস্তারিত

ধূমপানমুক্ত দেশ গড়তে এগিয়ে চলছে নিউজিল্যান্ড

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ধূমপানের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী উদাহরণ তৈরি করতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। ২০২৫ সালের মধ্যে গোটা দেশকে ধূমপানমুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো নিউজিল্যান্ড সরকার। ২০১১ সালের মার্চে নেওয়া সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ লক্ষ্যমাত্রার দিকেই এগিয়ে চলছে।

নিউজিল্যান্ডে প্রতি চারজন পূর্ণবয়স্ক লোকের মধ্যে একজন ধূমপায়ী। ধূমপানের মরণ ছোবলে প্রতি বছর দেশটিতে পাঁচ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। দেশটির আদিবাসী মাওরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধূমপানের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। মাওরি নারীদের ৩৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৯ শতাংশ ধূমপান করে। ফলে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই ধূমপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। নিউজিল্যান্ডের সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে গোটা দেশকে ধূমপানমুক্ত করার যে লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয় তাতে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করছেন ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি শেয়ার বিজ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিলো, "৮ বছরে বিএটির মুনাফা বেড়েছে চারগুণ"। সংবাদে বছর বছর তামাক কোম্পানীটির মুনাফা বৃদ্ধির চিত্র তুলেধরা হয়েছে। এই অবিশ্বাস্য মুনাফা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তামাকজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং শুল্ক ও কর কাঠামোর দুর্বলতাকে... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- সিগারেটের দাম বাড়লেও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথেষ্ট নয়
- মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা
- ধূমপানমুক্ত দেশ গড়তে এগিয়ে চলছে নিউজিল্যান্ড
- জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা
- অবহেলায় সবজি, উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি
- বিশ্বের শীর্ষ ধূমপায়ী ৫ দেশ, নেপথ্যে দুর্বল কর কাঠামো
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানোর আহ্বান
- তামাকের কর কাঠামো পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন এমপির চিঠি

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই।
... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

অবহেলায় সবজি, উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি

ইব্রাহীম খলিল

তামাকপাতা এমন একটি পণ্য যার সবটুকু ক্ষতিকর। তারপরও বাংলাদেশে তামাক চাষী ও তামাক কোম্পানিকে স্বজ্ঞানে, সুস্থ্য মস্তিষ্কে বিগত সব প্রশাসন প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। তামাক চাষের ক্ষেত্রে বর্গাচাষীরা তামাক কোম্পানি থেকে ইচ্ছামতো ঋণ সুবিধা পেলেও সবজিসহ অধিকাংশ ফসল চাষীদের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেই। বরং তারা তামাক চাষীদের ঋণ সুবিধা দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে। ফলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে অন্য ফসল চাষ করার চেয়ে তামাক কোম্পানির থেকে সহজলভ্য ঋণ গ্রহণ করে অনেক কৃষকই তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে দেশে তামাক চাষের জমি কমে আসছে বলে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত প্রচার করে আসলেও তা বাস্তবতার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতার কথা বলা হলেও বাস্তবে এটারও তেমন কোনো প্রতিফলন নেই। ... বিস্তারিত

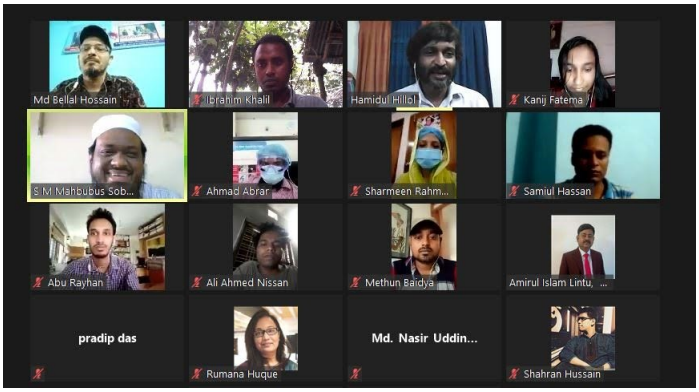

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানোর আহ্বান

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তারা তামাক কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে একসাথে কাজ করারও আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথ আয়োজনে "ইকোনোমিক্স অব ট্যোবাকো ট্যাক্সেশন : পাবলিক হেলথ পাসপেকটিভ" শিরোনামে তামাক কর বিষয়ক তিন দিনের ... বিস্তারিত

তামাকের কর কাঠামো পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন এমপির চিঠি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট সংশোধন করে উচ্চহারে তামাকের কর ও দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবনায় অর্থমন্ত্রী বরাবর বাজেট প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করেছেন রাজশাহী-২ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা ও রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনের সংসদ সদস্য মো. আয়েন উদ্দিনসহ দেশের কয়েকজন সংসদ সদস্য। চিঠিতে তারা করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়া জানান এবং বাজেট পুনঃবিবেচনার জন্য অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

অর্থমন্ত্রীর কাছে পত্র প্রেরণকারী অন্য এমপির হলেন- গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংস্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান, সিরাজগঞ্জ -২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, মহিলা আসন-৭ এর সংসদ সদস্য ওয়াসিকা আয়শা খান, মহিলা আসন-২০ এর সংসদ সদস্য অপরাজিতা হক এবং মহিলা আসন-৪৫ এর সংসদ সদস্য মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী। ... বিস্তারিত

বিশ্বের শীর্ষ ধূমপায়ী ৫ দেশ, নেপথ্যে দুর্বল কর কাঠামো

বিএনটিটিপি ডেস্ক

পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশে ধূমপান কমেছে তার মধ্যে ফ্রান্স সবার উপরে রয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে দেখা গেছে দেশটিতে ধূমপায়ীর সংখ্যা অতীতের তুলনায় ১০ লাখ কমেছে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা কর্মসূচী থাকলেও সার্বিকভাবে পুরো বিশ্বে ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশের তালিকায় কারা রয়েছে এবং এজন্য কোন কারণ সবচেয়ে বেশি দায়ী সেটাই খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছে বিএনটিটিপি।

কিরিবাতি : জনসংখ্যার অনুপাতে কিরিবাতি বিশ্বের শীর্ষ ধূমপায়ী দেশ। এখানে পুরুষদের তিনভাগের দুইভাগ এবং নারীদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ধূমপান করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এ দ্বীপ দেশটিতে মোট জনসংখ্যা এক লাখ তিন হাজার। দেশটিতে তামাক নিয়ন্ত্রণের ঢিলেঢালা নীতি, ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

অবহেলায় সবজি, উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি

প্রথম পাতার পর

বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত আদিবাসী বংশ পরম্পরা যেখানে জুম চাষ করেছে বর্তমানে সেখানে তামাক চাষের প্রসারের কারণে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই সেখানে প্রকট হয়ে উঠছে খাদ্য সংকট। একইসঙ্গে নাটোর, রাজশাহী, পঞ্চগড়, রংপুর, কুষ্টিয়াসহ অধিকাংশ জেলাতেই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে তামাক চাষ।

বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার করার ঘোষণা দিলেও গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। একইসঙ্গে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকে থাকা ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্কও প্রত্যাহার করে শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। যার পিছনে প্রধান উদ্দেস্ত্র তামাক চাষ ও রপ্তানিতে সরাসরি উৎসাহ দেওয়া। তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেও তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫ দশমিক ৭৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ৯৩ হাজার ৯৯৮ একর জমিতে তামাক উৎপাদন হয়। এর বিপরীতে সবজি চাষ হয় ১১ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ একর জমিতে! অথচ সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা যেনো তামাকেই। তামাক পণ্য রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ শুল্কারোপের যে উদারতা দেখানো হয়েছে তাতে তামাক চাষকে আরো উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশে খাদ্যশস্ত্র উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পাবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর আওয়ায় সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি গবেষণা প্রকাশ হয়েছে। ‘তামাক ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য (সবজি) রপ্তানির তুলনামূলক পর্যালোচনা’ শীর্ষক এ গবেষণায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় সবজির বিপরীতে তামাকের ক্ষেত্রে কেবল অপক্রিয়াজাত তামাক পাতা রপ্তানির তথ্য নেয়া হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৮৫২ কোটি ৩২ লাখ ৫ হাজার ৩০০ টাকার। এর বিপরীতে অপ্রক্রিয়াজাত বা তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে মোট ৩৮৯ কোটি ৭১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সবজি রপ্তানি থেকে আয়কৃত অর্থের পরিমান ১৪৭৬ কোটি ৭২ লাখ ৪৩ হাজার ৬২০ টাকা এবং তামাক রপ্তানি হয়েছে ৩২৪ কোটি ৮ লাখ ২ হাজার ৬৩০ টাকার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবজি রপ্তানি হয়েছে মোট ১৫৭৭ কোটি ৫৬ লাখ ২৩ হাজার ১২৪ টাকার। আর তামাক পাতা থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪২৫ কোটি ৯৬ লাখ ২৫ হাজার ১৫২ টাকা।

অন্যদিকে ২০১৮-১৯ সালে যেখানে সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৯২০ কোটি ৯২ লাখ ১৯ হাজার ২০৬ টাকার; সেখানে তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে ৪৯০ কোটি ২৬ লাখ ৭২ হাজার ৭২ টাকার। আর ২০১৯-২০ অর্থবছরে গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মাত্র সাত মাসেই সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৫৪৮ কোটি ৮০ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ টাকার। যা বিগত বছরের মধ্যে একই সময়ের মধ্যে রেকর্ড। একইসঙ্গে মাত্র সাত মাসে তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে ৪৫৫ কোটি ৫৩ লাখ ৬০ হাজার ১৯২ টাকার! যা ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়কৃত অর্থের চেয়ে মাত্র ৩৫ কোটি টাকা কম।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার ও তামাক কোম্পানিগুলো যেখানে দাবি করে আসছে দেশে তামাক চাষ কমছে সেখানে সর্বশেষ অর্থবছরে বিগত চার বছরের রপ্তানি আয়কে তামাক কীভাবে ছাড়িয়ে যায়? সবজি চাষের জমি যেহেতু তামাক চাষের জমির চেয়ে প্রায় ১১ গুণ বেশি ফলে সবজি চাষ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বেশি হওয়া মোটেই অমূলক নয়। কিন্তু তামাক পাতায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পিছনে সরকারের তামাক পণ্যে রপ্তানি শুল্ক শূন্যতে নামিয়ে আনার ফসল বলেই উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে।

অথচ সরকার যদি চারস্তরের কর পদ্ধতি কমিয়ে দুই স্তরে নিয়ে আসে তাহলে যে পরিমাণ অর্থ তামাক রপ্তানি করে আয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি অর্থ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। সঙ্গে ধূমপায়ীর সংখ্যাও কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু আদৌতে সরকারের প্রবল ইচ্ছা এবং তামাক কোম্পানির প্রভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বরং ব্রিটিশ অ্যামেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্বের কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবেই তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনীহা দৃস্ত্র মান।

তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, সরকার ও তামাক কোম্পানিগুলো দেশে তামাক চাষ কমে আসছে বলে যে দাবি করছে সেটাতেও সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কৃষি বিষয়ে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে ২০১৭-১৮ সালে মোট তামাক চাষ ১ লাখ ৪ হাজার ৯১৪ একর জমিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। যা ১০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে ৮৩৮৩ একর কম। অথচ তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবধান মাত্র ২৫৬৩ মেট্রিক টন। যা প্রতি একরের ফলন হিসেব করলে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৩১ মেট্রিক টন। অথচ ওই অর্থবছরে প্রতি একরে তামাকের চাষ হয়েছে শূন্য দশমিক ৮৪ মেট্রিক টন! এভাবে প্রতি অর্থবছরের হিসেবেই নানা প্রশ্নের উদয় করা হয়েছে। ফলে এটা যে স্পষ্টতই তথ্য লুকিয়ের রাখারই একটি প্রক্রিয়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এছাড়া প্রকাশিত পরিসংখ্যানে এতোদিন ধরে জাতি, মতিহারি, ভার্জিনিয়া তামাক ছাড়াও ‘অন্যান্য’ ক্যাটাগরিতে দেশে ভিন্ন জাতের তামাক চাষ হয় বলেও প্রকাশ করে আসছে পরিসংখ্যান ব্যুরো। এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০৮ একর জমিতে চাষ হয়েছে ৩১৬ মেট্রিক টন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৭০ একর জমিতে ২৮৩ মেট্রিক টন। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে এ ‘অন্যান্য’ জাতের তামাক উৎপাদনের কোনো রেকর্ড দেয়নি সরকারি এ প্রতিষ্ঠান। কোনো একটি জাতের তামাক দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন হয়ে আসলেও হঠাৎ করেই তা এক বছরে শূন্যে চলে আসাটা অস্বাভাবিকই বটে। ফলে আসলেই এ জাতের তামাক বাংলাদেশে উৎপাদন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি তামাক উৎপাদন কম দেখানোটা সরকার ও কোম্পানিরই যৌথ পরিকল্পনার ফল সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। একইসঙ্গে সরকার তামাক ও সবজি রপ্তানিতে কেনো তামাককেই বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করছে সেটাও প্রশ্নের সম্মুখীন।

বাকী অংশ

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

চিহ্নিত করা হয়েছে প্রতিবেদনে। আবার প্রতিবেদনে এই দুটি কারণ সংগঠনের জন্য তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপের দুর্বলতা, ত্রুটিপূর্ণ কর কাঠামো এবং তামাক কোম্পানীর অবৈধ হস্তক্ষেপকে দায়ী করা হয়েছে।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস ও এ বিষয়ে বিধিমালা জারী করেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেষকে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন বড় কোন সমস্প্রা থেকেই যাচ্ছে। ঠিক সবার প্রত্যাশা মতো তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজঠি এগোচ্ছে না। বরং কিছু সিদ্ধান্ত কাজটিকে কঠিন করে দিচ্ছে।

একথা সবার জানা, এই করোনা মহামারী কালেও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় রেখে সব-বন্ধের সময়েও সিগারেট বিক্রি ও বিতরণ ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রাখতে আদেশ জারী করা হয়েছে। অনেকেই এটিকে তামাক কোম্পানীর প্রভাব খাটানোর বড় নজির হিসাবে সামনে আনেন। বারবার দাবী করা হলেও করারোপ পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তনআজও আনা হয়নি, বরং প্রতি বছর এমনভাবে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও এর ওপর করারোপ করা হয় যে যা তামাক কোম্পানীকে অযাচিত মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। এটিতেও অনেকে তামাক কোম্পানীর প্রভাবের গন্ধ পান।

প্রথিবীর প্রায় সব দেশেই তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ব্যবহত করতে তামাক কোম্পানী অবৈধ হস্তক্ষেপ করার চেষ্ঠা করে। এই প্রক্রিয়াকে রুখতে বিশ্বসাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (এফসিটিসি) এর ৫.৩ অনুচ্ছেদ এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য অনুসরণীয় বিধান। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে তামাক কোম্পানীর সাথে সরকার ও সরকারের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ কীভাবে হবে তার একটি গাইডলাইন তৈরীর দাবী দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো।

সম্প্রতি মিয়ানমার এফসিটিসি'র ৫.৩ অনুচ্ছেদের আলোকে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের যেকোনো ধরনের সভায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে নতুন নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সাথে যেকোনো বৈঠক করতে মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিবের অনুমতি নিতে হবে। একইসঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে স্বচ্ছতা বাড়াতে তামাক কোম্পানির সাথে ওই বৈঠকের তথ্য প্রকাশের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বৈঠকের বিবরণ হিসেবে সাক্ষাতের সময়, তারিখ, উদ্দেস্ত্ব , সাক্ষাতের অবস্থান, আলোচ্য বিষয় এবং উপস্থিতি -এসব তথ্যের রেকর্ড নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে এমন একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

কর বাড়ানোর আহ্বান

দ্বিতীয় পাতার পর

এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা এ আহ্বান জানান। মিটিং সফটওয়ার জুমে গত ২৬ জুলাই থেকে এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ২৬ জুলাইয়ে শেষ হয়। তামাক কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ভোক্তা কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে তামাক কর, কর প্রশাসন, তামাক কোম্পানির কূটচালসহ নানা বিষয় নিয়ে এ প্রশিক্ষণে আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী একটি জাতীয় তামাক কর নীতির খসড়া নিয়েও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবার মতামত নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

অবহেলায় সবজি, উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি

দ্বিতীয় পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, সেটা তিনি বাস্তবায়ন করবেন বলেই আশাবাদী তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন। তবে সরকার এখনো দেশকে তামাক মুক্ত করণে যথেষ্ট আন্তরিক নয় বলেই প্রতীয়মান। কারণ তামাক রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ শুল্কারোপ পদ্ধতি বাতিল করণ, তামাক কর প্রক্রিয়ায় চার স্তরের কর পদ্ধতি বাতিল এবং ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার বাতিল না হলে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। ফলে সরকার যে মানুষের জীবন ও দেশকে বাঁচাতে যথেষ্ট আন্তরিক সেটা বাজেটে তার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে সরকারের একদিকে যেমন বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আসবে, অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশে হুমকি কমার পাশাপাশি সরকারের লক্ষ্যও অর্জন হবে। সরকার ইতোমধ্যে জর্দা-গুলের মত মারাত্মক ক্ষতিকর ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে খুচরা মূল্যের উপর যে করারোপ পদ্ধতি প্রচলন করেছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

ইব্রাহীম খলিল, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

এগিয়ে চলছে নিউজিল্যান্ড

প্রথম পাতার পর

এই মাওরি গোষ্ঠীর সংসদ সদস্প্ররা। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সহযোগী মন্ত্রী টারিয়ানা টুরিয়া সরকারের এই উদ্যোগকে যুগান্তকারী উল্লেখ করে জানান, তারা ধূমপানের বিরুদ্ধে এই নতুন উদ্যোগ তামাক কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে চান না।

২০২৫ সালের মধ্যে ধূমপানমুক্ত নিউজিল্যান্ড গড়ে তুলতে প্রতি বছর দেশটির সরকার ১০ শতাংশ করে কর বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশটিতে প্রতি ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৩০ ডলার বা ২৫৫০ টাকা। দেখা গেছে দেশটির বেশিরভাগ ধূমপায়ী ১৫ থেকে ১৯ বছরের কিশোর কিশোরী। এরা যাতে সহজে সিগারেট কিনতে না পারে সেজন্য ইতোমধ্যে নানা পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে। সব ধরণের বার, ক্যাফে ও রেস্তোরাঁতে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

এছাড়া দোকানগুলোতে প্রকাস্ত্বে সিগারেটের প্যাকেট যাতে প্রদর্শন না করা হয় সেজন্য তারা নতুন আইন প্রণয়নও করেছে। সবমিলে গত পাঁচ বছরে দেশটি সিগারেটের ওপর দ্বিগুণেরও বেশি করারোপ করা হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে দেশটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধূমপায়ী কমে গেছে। তবে দেশটির বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত, দেশটিতে বর্তমানে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ধূমপায়ী থাকলেও ২০২৫ সালের মধ্যে সেটা কমে তিন লাখে দাঁড়াবে। তারপরও দেশটিতে ২০২৫ সালের মধ্যে পুরোপুরি ধূমপান মুক্ত হবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে দেশটির সহকারী স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেনি সেলিসা জানিয়েছেন, দেশকে ধূমপান মুক্ত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

সূত্র : ডিডব্লিউ ও আরএনজেড।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ১০টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারের চতুর্থ সংখ্যায় তামাক কর নীতির প্রেক্ষাপট প্রকাশ করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য নীতি কথার এবারে সংখ্যায় তামাক কর নীতি-২০২১ রূপরেখার 'প্রথম অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

জাতীয় কর নীতি ২০২১ এর প্রথম অধ্যায়ে এ নীতিমালার শিরোনাম, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে শিরোনাম সম্পর্কে বলা হয়েছে এই নীতিমালা "জাতীয় তামাক কর নীতি ২০২১" নামে অভিহিত হবে। ১ দশমিক ২ নং অনুচ্ছেদে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে মোট চারটি উপধারা রয়েছে, ক) নং উপধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই নীতি প্রণয়ন করেছে এবং এটি বাস্তবায়নের দয়িত্বও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত থাকবে।

দ্বিতীয় উপধারায় এই নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের যেকোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহায়তা চাইতে পারবে এবং এরূপ সহায়তা চাওয়ার প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাইতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় উপধারায় বলা হয়েছে এ নীতিমালা জুলাই ২০২১ হতে বাস্তবায়ন হবে। আর চতুর্থ উপধারায় বলা হয়েছে, প্রতি বছর এই নীতির বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে। সেখানে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা তা দুর করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নীতিমালার ১ দশমিক ৩ নং অনুচ্ছেদে নীতিমালার লক্ষ্য দুইটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, সার্বিক জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করা। আর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে ১ দশমিক ৩ দশমিক ২ নং অনুচ্ছেদে মোট ছয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছয়টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো :

ক) সার্বিক তামাক সেবন বিশেষকরে তরুণদের মধ্যে তামাক সেবনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা একইসঙ্গে সরকারের রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি
খ) মূল্য বৃদ্ধির কারণে তামাক সেবনকারীর স্তর পরিবর্তন অথবা তামাকজাত দ্রব্যের ধরণ পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করা
গ) উৎপাদনকারীকর্তৃক রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমিয়ে আনা
ঘ) অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ
ঙ) কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রশাসনিক পদ্ধতির সহজীকরণ
চ) কর প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী করা।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

বিশ্বের শীর্ষ ধূমপায়ী ৫ দেশ

দ্বিতীয় পাতায় পাতার পর

দুর্বল কর কাঠামো এবং সিগারেটের ওপর কর একেবারেই কম।দেশটিতে তামাকজনিত মৃত্যুর হার ২২ দশমিক ৮১ শতাংশ। কিরিবাতির সবচেয়ে বড়ো তামাক কোম্পানি তাওমারি ইন্টারপ্রাইজ। দেশটিতে তামাক পণ্য উৎপাদন, আমদানি রফতানি অধিকাংশ এ প্রতিষ্ঠানটির দখলে। এটি সিগারেট, পাইপ টোব্যাকো ও হাতে মোড়ানো তামাক বিক্রি করে। এক লাখ তিন হাজার জনসংখ্যার এ দেশে তামাকজনিত রোগে প্রতিবছর অন্তত ২০৮জন মারা যায়।

মন্টেনিগ্রো : সমগ্র ইউরোপের মধ্যে মন্টেনিগ্রোতে ধূমপায়ীর হার সবচেয়ে বেশি। পূর্ব ইউরোপের দেশ মন্টেনিগ্রোতে ৪৬ শতাংশ মানুষ ধূমপান করে। এ দেশটির জনসংখ্যা ছয় লক্ষ ৩৩ হাজার। দেশটিতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বছরে চার হাজারের বেশি সিগারেট পান করে। জনসমাগমের জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও অফিস, রেস্টুরেন্ট, বার এবং গণ পরিবহনে ধূমপান করে মানুষজন। এদেশটিতেও সিগারেটের মূল্য একেবারেই কম এবং কর কাঠামো দুর্বল।

গ্রিস : পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ ধূমপায়ীর দেশ গ্রিসে মোট পুরুষ জনসংখ্যার অর্ধেক ধূমপান করে। নারীদের মধ্যে ধূমপান করে প্রায় ৩৫ শতাংশ। ২০০৮ সালে দেশটিতে পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হলেও মানুষজন সর্বত্রই ধূমপান করে। 'দেশটিতে প্রতিবছর প্রচুর অবৈধ সিগারেট আসে', কোম্পানি সেই প্রচারণা চালিয়েই দেশটিতে সিগারেটের মূল্য কমানোর চেষ্টা করে। সরকারও দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির দোহাই দিয়ে সিগারেটে নাম মাত্র করারোপ করে।

পূর্ব তিমুর : এ দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে ধূমপায়ী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে ৮০ শতাংশ মানুষ ধূমপান করে। পৃথিবীর যেসব দেশে পুরুষরা সবচেয়ে বেশি ধূমপান করে, পূর্ব তিমুর তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দরিদ্র এ দেশটিতে তামাক সমাজের অংশ হয়ে গেছে। এখানে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এক ডলারের কম। যদিও সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সতর্কতা বার্তা দেয়া আছে, কিন্তু এটি বাস্তবে অর্থহীন হয়ে রয়েছে। কারণ এ দেশটির প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে অর্ধেক নিরক্ষর। অন্যদিকে দুর্বল কর কাঠামো নীতিতে দীর্ঘদিন কোনো ধরনের পরিবর্তন না হওয়ায় ধূমপায়ীদের সংখ্যাও কমার কোনো লক্ষণ নেই। তামাকজনিত কারণে দেশটিতে প্রতিবছর ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

রাশিয়া : পৃথিবীর সবচেয়ে ধূমপায়ী দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া পঞ্চম অবস্থানে। এখানে ১৫ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের ৬০ শতাংশ ধূমপান করে। নারীদের মধ্যে ধূমপায়ীর ২৩ শতাংশ। গণ-পরিবহন এবং কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও সিগারেটের বিজ্ঞাপন ধূমপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। অনেক দোকানে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এক ডলারের কম। রাশিয়ায় সিগারেটের বাজার ২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অন্যদিকে সরকারও সিগারেট কোম্পানির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর কাঠামো পরিবর্তন না করে নাম মাত্র দাম বাড়িয়ে যায়। ফলে বয়স্কদের সাথে সাথে অল্প বয়সী কিশোর কিশোরীরাও ব্যাপক হারে ধূমপায়ী হয়ে উঠছে।

রাশিয়ায় ১৫ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের ৬০ শতাংশ ধূমপান করে। নারীদের মধ্যে ধূমপায়ীর ২৩ শতাংশ। গণ-পরিবহন এবং কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও সিগারেটের হরেক রকমের বিজ্ঞাপন ধূমপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। অনেক দোকানে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এক ডলারের কম। রাশিয়ায় সিগারেটের বাজার ২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

সূত্র : বিবিসি

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০২০

সিগারেটের দাম বাড়লেও

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি বিড়ি, জর্দ্দা, গুলের দামও তুলনামূলক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে তামাকবিরোধীরা জানিয়েছে, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তামাক খাত থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় সম্ভব হত।

সিগারেটের চারটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তরের ১০ শলাকার দাম ৩৯ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ করা হয়েছে এ বাজেটে। এর আগে এই ১০ শলাকার দাম ছিল ৩৭ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ছিল ৫৫ শতাংশ। মধ্যম স্তরের ১০ শলাকার দাম আগের মতোই ৬৩ টাকা রাখা হয়েছে। উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ৯৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৭ টাকা এবং অতি উচ্চস্তরের ১০ শলাকার দাম ১২৩ টাকা থেকে ১২৮ টাকার করা হয়েছে। তবে এই তিন স্তরে সম্পূরক শুল্কে পরিবর্তন না এনে ৬৫ শতাংশই রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে হাতে তৈরি ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার বিড়ি ১৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ টাকা। ১২ শলাকার বিড়ি ৬ টাকা ৭২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯ টাকা এবং আট শলাকার বিড়ি ৪ টাকা ৪৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকার করার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তবে ফিল্টারবিহীন এসব বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রস্তাব এ বাজেটে নেই। অন্যদিকে ফিল্টারযুক্ত বিড়ি ২০ শলাকার দাম ১৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার দাম দেড় টাকা বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হলেও আগের মতোই সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশই রয়েছে।

এদিকে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দ্দার দাম ৩০ টাকা থেকে ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের দাম ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। জর্দ্দা ও গুলের দাম বাড়ানোয় সন্তোষ প্রকাশ করা হলেও এবং গুলের দাম স্বল্প বাড়ায় আগের মতো নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থেকেই যাচ্ছে বলেই মনে করে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও অন্যান্য তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো।

কারণ বাজেটের আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন সিগারেটের চার স্তর থেকে দুটি স্তর, তামাকপণ্যের ওপর ৩ শতাংশ সারচার্জ আরোপ করাসহ সুনির্দিষ্ট করারোপ করার প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দিয়েছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করা হয়েছে। করোনাকালীন অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে তাদের প্রস্তাব মানা হলে সরকার অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে পারত বলেও জানিয়েছিলো তারা।

তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানি শুল্ক অব্যাহতির সুযোগ এ বাজেটেও রাখার সমালোচনা করেছে তারা। এ সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং খাদ্যশস্প্র চাষাবাদ ও পরিবেশবিরোধী পদক্ষেপ বলেও অভিহিত করেছে তারা। এর ফলে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাবে সেইসাথে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যও বাধাগ্রস্ত হবে তারা মনে করছে।

সূত্র : বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

প্রথম পাতায় ফিরে যান

বিভিন্ন এমপির চিঠি

দ্বিতীয় পাতার পর

চিঠিতে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় সংসদ সদস্যগণ বলেন, সার্বিকভাবে প্রস্তাবিত তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ, অকাল মৃত্যুরোধ এবং করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখবে না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকখাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় খুব বেশি বাড়বে না; বরং শুল্ক না বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর ফলে তামাক কোম্পানিগুলো বিনা ব্যয়ে আরো বেশি মুনাফা করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন না করলে সরকার অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের সুযোগ হারাবে।

সূত্র : প্রতিদিনের সংবাদ

দ্বিতীয় পাতা ফিরে যান

কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় পাতার পর

তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্য ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে. নতুন নির্দেশিকা (৯১/২০২০) অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সাথে যেকোনো বৈঠক করতে মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিবের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। একইসঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে স্বচ্ছতা বাড়াতে তামাক কোম্পানির সাথে ওই বৈঠকের তথ্য প্রকাশের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বৈঠকের বিবরণ হিসেবে সাক্ষাতের সময়, তারিখ, উদ্দেস্ত্র , সাক্ষাতের অবস্থান, আলোচ্য বিষয় এবং উপস্থিতি -এসব তথ্যের রেকর্ড নিশ্চিত করতে হবে। তবে ওই বৈঠক আয়োজনের আগে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের সাথে আগে থেকে সভার ব্যবস্থা করার জন্য সম্মতি চাইতে হবে এবং সভাটি কঠোরভাবে গোপন রাখতে হবে। কারণ কেবল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ইউনিট জনগণের কাছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করার অধিকার রাখে।

এদিকে মিয়ানমারের এ নির্দেশনার জন্য দেশটির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে দ্য ইউনিয়নের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. তারা সিং বাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে মিয়ানমারের এ সিদ্ধান্ত তামাক মুক্তকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ নির্দেশনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের ৫ দশমিক ৩ নং আর্টিকেল অনুযায়ী পাবলিক পলিসিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে দুর্দান্ত প্রয়োগ। জনস্বাস্থ্য এবং তামাক শিল্পের আগ্রহের মধ্যে মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা আশা করবো মিয়ানমারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও তামাক কোম্পানির প্রভাব রোধ করতে কঠোর আচরণবিধি গ্রহণ করবেন।

সম্প্রতি মিয়ানমার তামাক নিয়ন্ত্রণে তাদের দেয়া প্রতিজ্ঞা দুর্দান্তভাবে কার্যকর করছে। ইতোমধ্যে তামাক পণ্যের প্যাকেটের ৭০ শতাংশ জায়গাজুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কতা বিষয়ক ছবি প্রকাশ করার নিয়ম কার্যকর করেছে। একইসঙ্গে তামাকমুক্ত করণে যেসব বিধি রয়েছে তা শতভাগ পালন করছে। এছাড়া সবধরনের তামাকজাত পণ্যের একইরকম প্যাকেজিং চালু করার এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান